দৈনিক সংবাদ

আমি বুঝতে পারছি না কেন শিহাবকে ওরা হত্যা করল?

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ সাইকেল চালানোর খুব শখ ছিল শিহাবের। আমাকে কতবার বলেছে বাবা একটা সাইকেল কিনে দাও। আমি তাকে সাইকেল কিনে দেইনি, কারণ আমার ভয় ছিল সে হয়তো দুর্ঘটনা ঘটাবে। কিন্তু এই সাইকেলের কথা বলেই হত্যাকারীরা আমার ছেলেকে অপহরণ করেছে। কথাগুলো বলেই কান্নায় ভেঙে পড়েন শিহাবের বাবা খন্দকার দিলদার আহমেদ। তিনি বলেন, আমি বুঝে উঠতে পারছি না কেন ওরা শিহাবকে হত্যা করলো। টাকা দিতে তো আমি রাজিই ছিলাম। আমার মতো ভাগ্য যেন কোন পিতার না হয়।

মধ্য বাসাবোর ৪৭/বি, ইস্টার্ন হাউসিংয়ের দোতলার নিজ বাসায় বসে ছিলেন দিলদার আহমেদ। তাকে ঘিরে বসে ছিলেন আত্মীয়-স্বজনরা। বাসার সামনে গেটে পুলিশি প্রহরা বসানো হয়েছে। তারপরও অনেক লোক দিলদার আহমেদের

মতিঝিল মডেল স্কুলের ছাত্র শিহাব আহমেদের মৃত্যুতে মঙ্গলবার স্কুলের ছাত্ররা কালো পতাকা নিয়ে বিশেষ মোনাজাত করে —সংবাদ

শিহাব

বাসায় ছুটে আসছেন। তারা প্রত্যেকেই দিলদার আহমেদকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। মহিলারা সান্ত্বনা দিচ্ছেন শিহাবের মা খন্দকার শাহানা মলিকে। খন্দকার শাহানা আহমেদ শিহাবের শোকে যেন পাথর হয়ে গেছেন। কোন কথাই বলছেন না। কিছুক্ষণ পরপরই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

আত্মীয়-স্বজনরা সান্ত্বনা দিচ্ছেন কিন্তু কোন সান্ত্বনাই শিহাবের মাকে শান্ত করতে পারছে না। তিনি বিশ্বাস করতে চাইছেন না তার শিহাব মারা গেছে।

শিহাবের ছোট ভাই ৪ বছরের শাকি ঘরময় ছুটে বেড়াচ্ছে। মাঝে মধ্যে দিলদার আহমেদকে জিজ্ঞাস করছে কখন ভাইয়া কখন আসবে। দিলদার আহমেদ কিছুই বলছেন না। শুধু মুখ ফিরিয়ে চোখের জল ফেলছেন।

কেন ঃ পৃঃ ২ কঃ ৬.

কেন ঃ শিহাবকে হত্যা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিহাবের হত্যাকারীদের সম্বন্ধে খন্দকার দিলদার আহমেদ বলেন, হত্যাকারী রাজু আমার বাসাতেই ভাড়া থাকতো। এর দু' ভাই বিদেশে থাকে। কিন্তু ভাইয়েরা রাজুকে কোন প্রকার টাকা দিতো না। বাসা ভাড়া বাকি পড়ায় রাজু তার মা ও বোনদের নিয়ে অন্য বাসায় চলে যায়। আমি তাদের চলে যাওয়ার সময় কয়েক হাজার টাকা মাফ করেও দিয়েছিলাম; কিন্তু এর প্রতিদান সে দিয়েছে আমার ছেলেকে হত্যা করে। তিনি আরো জানান, শিহাব প্রতিদিন স্কুলে যেতো আমার বন্ধু মোস্তফার দু' বাচ্চার সঙ্গে গাড়িতে করে। আবার গাড়িতে করেই সে ফিরে আসতো। ঘটনার দিন মিসেস মোস্তফা শিহাবকে গাড়িতে ওঠার জন্য বলে, কিন্তু শিহাব গাড়িতে না উঠে রাজু-রুবেলদের সঙ্গে চলে যায়। কারণ রাজু-রুবেল তাকে বলেছিল সাইকেল চালানো শেখাবে। সন্ধ্যার পরপর যখন শিহাব বাসায় ফিরতে চায় তখন রাজুরা তাকে হত্যা করে। তিনি জানান, রাজু বা এলাকার কারো সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই। শিহাবও কারো সঙ্গে খারাপ আচরণ করতো না। সে রাস্তায় সবাইকে সালাম দিতো। এমনকি রাজুকেও সে বড়ভাই বলে ডাকতো। হাউসিং এলাকার ছেলেদের সঙ্গে রাজু-রুবেল খেলাধুলা করতো। শিহাবও তাদের সঙ্গে খেলাধুলা করতো। এছাড়া হত্যাকারীদের সঙ্গে শিহাবের কোন সম্পর্ক ছিল না বলে তিনি জানান।

বাসার যে কক্ষে শিহাব পড়াশোনা করতো সে কক্ষে শিহাবের অর্ধেক খাওয়া চিপসের প্যাকেট পড়ে রয়েছে। টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে এলোমেলো বই। বইয়ের পাশেই দেয়ালে ঝুলানো রয়েছে একটি ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট।

শিহাবের মামা শরিফুল হক বলেন, শিহাব এই কক্ষেই আমার সঙ্গে ঘুমাতো। আমি অনেকবার বলেছি, তুমি রাজুদের সঙ্গে যাও কেন? সে বলেছে, ওরাতো আমার বড়, ওদের আমি বড়ভাই ডাকি— ওরা আমার কোন ক্ষতি করবে না।

শিহাব হত্যা মামলা সম্পর্কে গোয়েন্দা বিভাগের ডিসি মাহফুজুর রহমান জানান, শিহাব হত্যা মামলাটি সুষ্ঠুভাবেই তদন্ত করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই রাজুর বাসা থেকে একটি ডায়েরি উদ্ধার করা হয়েছে। ডায়েরিতে রাজু লিখেছে যে, তার খুব টাকার দরকার। তার বোনের বিয়ের জন্যও টাকার প্রয়োজন। টাকা সংগ্রহের জন্য সে শিহাবকে অপহরণ করেছে। যারা তার এই অপহরণ কাজে সহায়তা করেছে তাদের সে বলেছে, টাকা পেলেই বিদেশ চলে যাবে। সবাইকে সে টাকা সমান ভাগ করে দেবে। তিনি জানান, হত্যাকাণ্ডের মূল দুই আসামি, রাজু ও তার ভাগ্নে রুবেলকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। তাদেরকে গ্রেফতার করা গেলে আরো কিছু তথ্য মিলবে।

অন্যদিকে মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী শিহাবদের বাসায় গিয়ে তার বাবা ও মাকে সান্তনা দেন। তিনি শিহাবের ভাইকে সর্বপ্রকার নিরাপত্তা প্রদানের জন্য পুলিশের প্রতি নির্দেশ দেন।

৭ই ফেব্রুয়ারি মতিঝিল মডেল হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র শিহাবকে রাজু, রুবেল, মনির হোসেন লিটন, আবু সাঈদ, রাশেদুল ইসলাম রাশেদ অপহরণ করে হত্যা করে।

পরে পুলিশ এ ঘটনার ৫৩ দিন পর নগরীর তিনটি পৃথক স্থান থেকে শিহাবের লাশ উদ্ধার করে এবং ৬ আসামিকে গ্রেফতার করে।